বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়

Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University

শাহবাগ, ঢাকা, বাংলাদেশ।

নং-বিএসএমএমইউ/২০২৩/১৩৮৬৫ তারিখঃ ১৩/১১/২০২৩ খ্রিঃ

বিজ্ঞপ্তি

বিষয় ঃ ক্ষুদ্রঋণ বিষয়ক উচ্চশিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি প্রসঙ্গে।

স্মারক নম্বর-৫৩.০৪.০০০০.০০৭.৯৯.০০৩.২২.৯৩; তারিখ: ০৭/০৯/২০২৩খ্রি.

স্মারক নম্বর-৩৭.০১.০০০০.০৩১.১০.০০৩.২২.৩৫৩১; তারিখ: ০৩/১০/২০২৩খ্রি.

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষুদ্রঋণ বিষয়ে উচ্চশিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি'র স্বব্যাখ্যাত পত্রটি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল সম্মানিত ডীন, চেয়ারম্যান/বিভাগী প্রধান, শিক্ষক/চিকিৎসক, কর্মকর্তা, নার্স, কর্মচারী ও রেসিডেন্ট/নন-রেসিডেন্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) সকলের সদয় অবগতির জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদনক্রমে সকলের জ্ঞাতার্থে ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অবহিত করা হ'ল।

সংযুক্তি:
(১) মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি হতে প্রেরিত পত্র।
(২) বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন হতে প্রেরিত পত্র।

আদেশক্রমে,

স্বাক্ষরিত/-

(মুহাম্মদ সালাহ্ উদ্দিন সিদ্দিক)
অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার (অতিরিক্ত দায়িত্ব)

নং-বিএসএমএমইউ/২০২৩/১৩৮৬৫/১(৮) তারিখঃ ১৩/১১/২০২৩ খ্রিঃ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরিত হ'লঃ (জেষ্ঠ্যতার ভিত্তিতে নহে)

১. সকল সম্মানিত ডীন, চেয়ারম্যান/বিভাগীয় প্রধান, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
২. ইনচার্জ, (আই.টি) সেল, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
৩. একান্ত সচিব ১/২, মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
৪. একান্ত সচিব, মাননীয় প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (একাডেমিক/প্রশাসন/গবেষণা ও উন্নয়ন)/কোষাধ্যক্ষ, বিএসএমএমইউ, ঢাকা।
৫. প্রোগ্রামার, (আই.টি) সেল, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা। (ওয়েবসাইটে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য)
৬. পি ও টু রেজিস্ট্রার, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
৭. বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট: **www.bsmmu.ac.bd.**
৮. অফিস কপি।

অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার (অতিরিক্ত দায়িত্ব)

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন
আগারগাঁও, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা-১২০৭।
প্রশাসন শাখা

স্মারক নম্বর: ৬৭.০৯.০০০০.০৬৯.৯০.০০৬.২২ ৮৫৬২ তারিখ: ০৬/১০/২০২৩

বিষয়: ক্ষুদ্রঋণ বিষয়ক উচ্চশিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি প্রসঙ্গে।

সূত্র: ৫৩.০৪.০০০০.০০৭.৯৯.০০৩.২২.৯৩, তারিখ: ০৭-০৯-২০২৩

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষুদ্রঋণ বিষয়ে উচ্চশিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি'র স্বব্যাখ্যাত পত্রটি আপনার সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে এতদসংগে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি : বর্ণনামতে।

ড. ফেরদৌস জামান
সচিব

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):
১। রেজিস্ট্রার, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় (সকল) এবং
২। রেজিস্ট্রার, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় (সকল)।

স্মারক নম্বর: ৬৭.০১.০০০০.০৬২.১০.০০৬.২২ তারিখ: ০৬/১০/২০২৩

সদয় জ্ঞাতার্থে/জ্ঞাতার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):
১। চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব, ইউজিসি, ঢাকা;
২। সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব, সদস্য মহোদয়গণের দপ্তর, ইউজিসি, ঢাকা;
৩। সচিব মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, ইউজিসি, ঢাকা;
৪। ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ম্যানেজমেন্ট বিভাগ, ইউজিসি, ঢাকা এবং
৫। কম্পিউটার অপারেটর, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বিভাগ, ইউজিসি, ঢাকা।

০৬/১০/২০২৩
নাসরিন সুলতানা
সহকারী সচিব (প্রশাসন)

মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি
৮,শহীদ সাংবাদিক সেলিনা পারভিন সড়ক,গুলফেশা প্লাজা
৭ম তলা, বড় মগবাজার রমনা, ঢাকা - ১২১৭
www.mra.gov.bd

তারিখ: ২৩ ভাদ্র ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
০৭ Sep ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

স্মারক নম্বর: ৫৩.০৪.০০০০.০০৭.৯৯.০০৩.২২.৯৩

বিষয়: ক্ষুদ্রঋণ বিষয়ক উচ্চশিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি।

প্রিয় মহোদয়,

আপনি অবগত আছেন যে, বাংলাদেশের ক্ষুদ্রঋণ সারা বিশ্বে সুপরিচিত। দেশের ক্ষুদ্রঋণ খাতের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে একটি দক্ষ ও টেকসই সেক্টর প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকার "মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি আইন, ২০০৬" এর মাধ্যমে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এমআরএ) প্রতিষ্ঠা করে। বর্তমানে এমআরএ সনদপ্রাপ্ত ৭৩১টি প্রতিষ্ঠান সারাদেশে প্রায় ২৫ হাজার শাখা ও ২ লক্ষের অধিক জনবলের মাধ্যমে দেশের পিছিয়ে থাকা, প্রান্তিক ও ব্যাংকিং সেবা থেকে বঞ্চিত প্রায় ৪ কোটি মানুষকে (মোট জনগোষ্ঠীর ২৩.৬৬% এবং যার প্রায় ৯১%-ই নারী) ক্ষুদ্রঋণসহ বিভিন্ন ধরনের আর্থিক সেবা প্রদান করছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে স্থিতিতে এমআরএ'র সনদপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রায় ২.৫০ লক্ষ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে একই সময়ে এখাতে গ্রাহক সঞ্চয়ের পরিমান প্রায় ৬০ হাজার কোটি টাকা। বাংলাদেশের ক্ষুদ্রঋণ খাত কর্মসংস্থান ও ক্ষুদ্র উদ্যোগ সৃষ্টি ও নারীর ক্ষমতায়নসহ দেশের দারিদ্র বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে।

২। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের ব্যাংকিং সেবা বঞ্চিত প্রান্তিক বা স্বল্প আয়ের জনগণকে জামানতবিহীন প্রয়োজনীয় তহবিল সরবরাহ করে তাদের আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির পাশাপাশি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহ বিভিন্ন ধরণের আর্থিক সেবা (সঞ্চয় সুবিধা, রেমিট্যান্স সেবা ইত্যাদি) এবং সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রম যেমন: বিনামূল্যে শিক্ষা কার্যক্রম, প্রবীণ, প্রতিবন্ধী, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি, চিকিৎসা সেবা, দুর্যোগ কালীন জরুরী সহায়তা, বঙ্গবন্ধু উচ্চশিক্ষা বৃত্তি ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে।

৩। দেশের গুরুত্বপূর্ণ ও সম্ভাবনাময় এখাতে দক্ষ জনবল নিশ্চিতকরণে দেশের উচ্চশিক্ষাব্যবস্থায় মাইক্রোফাইন্যান্সের উপর প্রাতিষ্ঠানিক পাঠদান কার্যক্রমের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। বর্তমানে ক্ষুদ্রঋণ খাতে সরাসরি প্রায় ২.১০ লক্ষ জনবল নিয়োজিত রয়েছে। তাছাড়া, সরকারি বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থা এবং ব্যাংকিং খাতেও ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সেক্টরের টেকসই সম্প্রসারণে এবিষয়ে যোগ্যতা সম্পন্ন ও দক্ষ জনবলের প্রয়োজনীয়তা সর্বজন স্বীকৃত। ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহ বিভিন্ন সময় তাদের নিজস্ব প্রয়োজনে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম যেমন- ওরিয়েন্টেশন, ব্যবস্থাপনা, হিসাব সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ ও মাইক্রোফাইন্যান্স সম্পর্কিত সঞ্চয় ও ঋণ ব্যবস্থাপনা, সুপারভিশন এন্ড মনিটরিং, সফটওয়ার, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট, আত্ম-উন্নয়ন, নেতৃত্ব ইত্যাদি সম্পাদন করলেও তা যথেষ্ট নয়। এছাড়া দেশের আর্থিক খাতের ব্যাংক ও বীমার ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রচলন রয়েছে। এমনকি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মাইক্রোফাইন্যান্সের উপর স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর কোর্স চালু আছে।

৪। এ সেক্টরে যোগ্যতাসম্পন্ন মানবসম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে ডিপ্লোমা ও উচ্চশিক্ষা কার্যক্রমে ক্ষুদ্রঋণ বিষয়ে পাঠদানের সুযোগ সৃষ্টি করা প্রয়োজন বলে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি'র নিকট প্রতীয়মান হয়। আমরা জানি, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের উদ্দেশ্য হল টেকসই আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষা-কার্যক্রমের প্রাসংঙ্গিক বিষয়াদি অন্তর্ভূক্তকরণ এবং মানোন্নয়ন। তাই, উচ্চশিক্ষায় মাইক্রোফিন্যান্স বিষয় চালুকরণ যেমন দেশের এই গুরুত্বপূর্ণ খাতকে এগিয়ে নিতে ভূমিকা রাখবে। একই সাথে দেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির এবং দেশের সার্বিক উন্নয়নে অনন্য ভূমিকা পালন করবে।

৫। বর্ণিত অবস্থায়, বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনা করে ক্ষুদ্রঋণ বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির জন্য সুনির্দিষ্ট করে বিষয় অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিনীত অনুরোধ করছি।